দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1-2 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

জামায়াতী সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগদান

সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

এডিসি আজিজি বান্দরবান বদলী : বোর্ড চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতি সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী দু'জন সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। গতকাল (সোমবার) ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এডিসি (সার্বিক) মোঃ আফরুল ইসলাম আজিজীকে বান্দরবান জেলায় শাস্তিমূলক বদলী করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। শিগগিরই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই দু'জন পৃঃ ১১ কঃ ৩

সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী কর্মকর্তা গত শনিবার ফেনীতে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাজনৈতিক দল বা অঙ্গ সংগঠনের সভায় সরকারী কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা এতে যোগদান করে বিতর্কের সৃষ্টি করেন।

আমাদের ফেনী সংবাদদাতা জানান, ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আফরুল ইসলাম আজিজিকে বান্দরবান জেলায় বদলী করা হয়েছে। গতকাল (সোমবার) ফ্যাক্সযোগে তার বদলীর আদেশটি ফেনী পৌঁছে। জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ ফেনী জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত গত শনিবার ফেনীর শহীদ জহির রায়হান হলে একটি বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেয়ার পর হঠাৎ করে এ বদলির আদেশটি আসায় সচেতন মহলের মাঝে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। গত শনিবারের উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ। একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সরকারী দুই জন কর্মকর্তার যোগদানের ব্যাপারটি সরকারী চাকরির আচরণবিধি লংঘিত হয়েছে মর্মে রোববার দেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হবার পর এ বদলীর আদেশটি আসায় এটি সবার কাছে মুখ্য আলোচনা হিসেবে স্থান পেয়েছে। আমাদের ফেনী আঞ্চলিক অফিস প্রধান মোঃ আবদুল হক গতকাল বিকেলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আজিজির সাথে টেলিফোনে তার অফিসে কথা বলেন। ঐ সময় আজিজি সেদিনের সে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সাথে তার বদলীর কোন সম্পৃক্ততা নেই বলে জানান। তিনি এটিকে স্বাভাবিক বদলী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এ বদলীটি আগের থেকেই প্রসেস হচ্ছিল বলে আমি জানতে পেরেছি। তিনি আরো বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন সেখানে আমার যাওয়ার ব্যাপারটি তো আলোচনাতেই আসতে পারেনা। তাছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তিনি আমাকে উক্ত অনুষ্ঠানে যাওয়ার নির্দেশের প্রেক্ষিতে আমি সেখানে গিয়েছি। অতএব, এক্ষেত্রে আচরণবিধি লংঘিত হবার মত কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে তিনি এব্যাপারে জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলতে বলেন। জেলা প্রশাসকই এসব বিষয় ভাল জানেন।